গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

...

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সভার তারিখ	০৫.০৪.২০২১
সভার সময়	বেলা ১১.০০ টা
স্থান	Zoom Online Platform
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় এ বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগণ সংক্ষিপ্তভাবে নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

পরিচয় প্রদানকালে তিনি বলেন, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সকল অধিদপ্তর সরাসরি জনসেবার সাথে সম্পৃক্ত। জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানে সকলকেই টিমওয়ার্ক হিসাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, এ প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁর নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই আমরা একটা চেইন হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার চলমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

অত:পর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সুরক্ষা সেবা বিভাগের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যসহ সকল অনুবিভাগের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। এরপর অধিদপ্তর প্রধানগণকে তাঁর অধিদপ্তরের সামগ্রিক কাযাবলি ও চলমান কাযক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাঁর অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও চলমান সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নিরস্ত্র হওয়া সত্বেও অস্ত্রধারী মাদকব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মীদের অস্ত্র দেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। এছাড়া মাদকসেবীদের সর্বশেষ অবস্থান জানার জন্য স্থানীয় পযায়ে মোবাইল ট্রাকিং এর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোবাইল ট্র্যাকার খুবই প্রয়োজন।

মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর তাঁর অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রূপান্তর করার কাযক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে কারাগারের ধারণক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ বন্দি কারাগারে অবস্থান করছে। এসকল বন্দির ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান, পুরাতন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারকে বঙ্গবন্ধু কারা মিউজিয়ামে রূপান্তর করার কার্যক্রমও চলমান আছে।

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তাঁর অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও চলমান কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি জানান, গতকাল নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদীতে ডুবে যাওয়া লঞ্চটি উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৮ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম ১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের অংশ হিসাবে এ পর্যন্ত মোট ৪৫৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণপূর্বক চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ৯০টি ভ্রাম্যমাণ ফায়ার ইউনিট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি সভাকে আরো জানান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ১০০.৯২ একর জমির উপর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' নামে একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, ১৫৬ প্রকল্পের অধীন ১৩টি ফায়ার স্টেশন ও ২৫ প্রকল্প (সংশোধিত-৪৬)-এর ৮টি মোট ২১টি স্টেশন নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমা ও অন্যান্য জটিলতা থাকায় এগুলো নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২১টি ফায়ার স্টেশন এ প্রকল্প হতে বাদ দিয়ে প্রক্রিয়াধীন 'দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৯টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য স্টেশনসমূহের নির্মাণকাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর তাঁর অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সার্বিক কার্যক্রম সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে ই-পাসপোর্ট সরবরাহের লক্ষ্যে মিশনগুলোতে ই-পাসপোর্ট সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন করা। তিনি আরো বলেন, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯ হাজার পাসপোর্ট ইস্যু করতে পারলে পাসপোর্ট-এর বর্তমান চাহিদার বিপরীতে সরবরাহের কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। তিনি ভিসা নীতিমালা দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা প্রয়োজন বলেও সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	প্রত্যেক অধিদপ্তরের কার্যাবলি, চলমান কার্যক্রম, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ (যদি থাকে) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধানকে দ্রুত সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	**অনুবিভাগ প্রধান (সকল)/অধিদপ্তর প্রধান (সকল)।**
২	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অনুবিভাগ প্রধান (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ) ।**
৩	এ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক পত্র যোগাযোগ ই-ফাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।	**সকল কর্মকর্তা (সুরক্ষা সেবা বিভাগ) /অধিদপ্তর প্রধান (সকল)।**

২। সভাপতি গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানউন্নোয়নে আরো দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০১.১৮.২২ তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৭

০৮ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

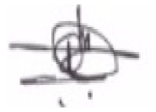

মোঃ আবদুল কাদির

উপসচিব